যুগান্তর

তারিখ : 9 APR 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

ভারে ন্যুব্জ ইউজিসি ভেঙে হায়ার এডুকেশন কমিশন করা উচিত

সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শমশের আলী

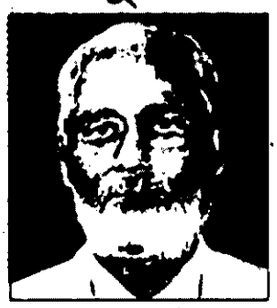

অধ্যাপক ড. শমশের আলী

মুসতাক আহমদ

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে ২০০৭ সালে বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৪৯ দিনই ক্লাস হয়েছে। অর্থাৎ মাত্র ১৬ দিন ছুটি ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিভিন্ন জাতীয় দিবস, দুটি ঈদ এবং ৫২টি সাপ্তাহিক ছুটির মধ্যে এই অবিশ্বাস্য অর্জন কিভাবে সম্ভব হল! এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. শমশের আলী বলেন, জাতীয় দিবসগুলো ছাড়া তারা কোন ছুটি দেন না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তার প্রতিষ্ঠান কর্মমুখর থাকে। তিনি মনে করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এমন হওয়া উচিত। রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টির যাত্রা কমিশন : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৭

কমিশন : হায়ার এডুকেশন

(১৬ পৃষ্ঠার পর) ২০০২ সালে। শুরু থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়টি দূরশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও বয়সের মানুষকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য মতে, যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে, এটি তার অন্যতম। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির তথ্য এবং ভুক্তভোগীদের অভিযোগ মতে, সারাদেশে এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দেড়শ' কেন্দ্র রয়েছে। আউটরিচিং বা স্টাডি সেন্টার বা রিজিওনাল সেন্টার ইত্যাদির নামে এসব প্রতিষ্ঠান এক ধরনের সনদ বাণিজ্য করে আসছে। অভিযোগ মতে, দূরশিক্ষণে বেশিরভাগ বিএড-এমএড প্রোগ্রামে ভর্তি করা হয়। ওইসব কেন্দ্র কন্ট্রাক্টরের কাছে এককালীন কন্ট্রাক্টে দেয়া হয়। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষকরা এমনকি প্রাইমারির শিক্ষকরা পর্যন্ত এসব কেন্দ্রে পড়িয়ে থাকেন। কোচিং সেন্টারের মতোও পড়ালেখা হয় না এসব প্রতিষ্ঠানে। একটি বিএড-এমএড ডিগ্রি একটি স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকের প্রমোশনসহ বিভিন্ন কাজে লাগে। তাই তাদের অনেকে দলে দলে ভর্তি হতে থাকেন। লেখাপড়া করা লাগুক বা না লাগুক, ভর্তির পর সনদ মেলে সময় মতো। আবার একাইই যদি পরীক্ষা দিতে হয়, তবে পাস করানোরও ব্যবস্থা রয়েছে। এভাবে দূরশিক্ষণে বিএড-এমএড প্রোগ্রামের চাহিদা তুঙ্গে উঠলে গ্রাম-গঞ্জে পর্যন্ত সেন্টার খোলার হিড়িক পড়ে যায়। ইউজিসি বিভিন্ন সময় লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এমন সব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ৭ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক সিদ্ধান্তে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেয়। কিন্তু ওই সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে অনেকে এখনও ছাত্র ভর্তি চালিয়ে যাচ্ছে। আর সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে নতুন অভিযোগ হল, দূরশিক্ষণের পরিবর্তে এখন তারা একই ধরনের কার্যক্রম 'আইসিটি বেইজড লার্নিং'-এর নামে নতুন প্রোগ্রাম চালু করতে চায়। ইউজিসিতে এ ব্যাপারে তারা আবেদনও করেছে। তবে এতে ইউজিসির অনীহা রয়েছে। নাম প্রকাশ না করে একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, এটা সরকারকে ব্ল্যাকমেইল করার একটা চটকদার স্লোগান মাত্র; যেহেতু এ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এসেছে।

এসব ব্যাপারে অধ্যাপক ড. শমশের আলী বলেন, সময়, সুযোগ আর অর্থের অভাবে রাষ্ট্রের যে নাগরিক শিক্ষা বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে ফের শিক্ষা নিতে চাইলে সে সুযোগ দেয়ার কর্তব্য রাষ্ট্রের। জাতীয় প্রেক্ষাপটে এ সুযোগটি সাধারণত দূরশিক্ষণের মাধ্যমে দেয়া সহজ। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারে চলে যান। ফলে লার্নিং (শিক্ষণ) প্রক্রিয়া সহজ ও সফল হয়। এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই ১৯৭৬ সাল থেকে তিনি দূরশিক্ষণের কথা বলা শুরু করেন। কিন্তু তখন অনেকে তাকে পাগল বলতেন; যদিও শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ সালে এসে তিনি সফল হয়েছেন। ওই বছর উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সরকার। তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে ইংল্যান্ড ১৯৬০ সালের দিকেই দূরশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু করেছে। অধ্যাপক শমশের বলেন, আসলে দূরশিক্ষণ হল শিক্ষা প্রদানের একটি পদ্ধতি— যাকে উন্মুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি বলা যায়। উন্মুক্ত মানে হচ্ছে, যে কোন সময় ও বয়সে যেমন পড়তে পারবে, আবার কেউ কোন ক্লাসের একটি বিষয়ে ফেল করলে পরে আর পাস করা বিষয়গুলোতে পরীক্ষা দিতে হবে না। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাকে উপজীব্য করেই তারা সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে চলছেন। এ শিক্ষণের বাহন হচ্ছে আধুনিক টেকনোলজি আর রেডিও-টিভি। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরাসরি ক্লাস কনডাক্ট করেন বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, আসলে ১৯৯২ সালে রেডিও-টিভির মাধ্যমে যে পদ্ধতি শুরু করি, তা এখন 'ওল্ড মডেল'। সর্বাধুনিক পদ্ধতি হচ্ছে, ইন্টারনেট, ভিডিও কনফারেন্স, ভিসিডি-ডিসিডি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা। এখন আর প্রিন্টিং ম্যাটেরিয়াল নেই। তাই তারা এখন 'আইসিটি বেইজড' লার্নিংয়ে যাচ্ছেন। উপাচার্য বলেন, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিভিন্ন বিভাগেও শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে। দূরশিক্ষণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টির 'স্পেশালিটি'। এতে মূল শিক্ষণের মানের কোন ভিন্নতা হয় না। সনদ বিক্রির অভিযোগের ব্যাপারে তিনি বলেন, পড়ালেখার পর পরীক্ষা না নিয়ে সার্টিফিকেট দেয়ার মতো কাজ তারা করেন না। বরং দূরশিক্ষণ ও আইসিটি বেইজড লার্নিং প্রোগ্রাম সফল করতে নিজস্ব আধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ স্টুডিও রয়েছে। নিজস্ব বিশেষজ্ঞরা তাতে লেকচার তৈরি করেন। পরে তা ভিসিডি ও ডিসিডির মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এছাড়া টেলিকনফারেন্সও করা হয়ে থাকে। লেকচার দেখেশুনে ও বুঝে তারা শিক্ষিত হন। আর এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকই ছাত্রের কাছে চলে যান।

সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দূরশিক্ষণের নামে শিক্ষা বাণিজ্য, সারাদেশে স্টাডি সেন্টার বা রিজিওনাল সেন্টারের নামে ক্যাম্পাস টেন্ডার দেয়া ও অনুমতি না নেয়ার মতো অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, এ ধরনের কোন ঘটনা বাস্তবে নেই। দূরশিক্ষণ যেহেতু একটি পদ্ধতি, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি থাকলেই হয়। পড়ালেখার সুবিধার্থে ক্যাম্পাস নেয়া হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে মূল ক্যাম্পাসের প্রশ্নেই পরীক্ষা নেয়া হয়। তিনি বলেন, তারা আগামীতে পরীক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসন এবং সাংবাদিকদের অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা-ভাবনা করছেন, যাতে প্রশ্ন উত্থাপিত না হয়। তিনি বলেন, যদি কোন প্রতিষ্ঠান শিক্ষার নামে সনদ বিক্রি, ভর্তির পর ক্লাস না করিয়ে ও না পড়িয়ে এবং পরীক্ষা না নিয়ে সার্টিফিকেট দেয়, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। ঢালাওভাবে অভিযোগ করা ঠিক নয়। তিনি বলেন, দূরশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি প্রস্তাব করা যায়।

দূরশিক্ষণ প্রোগ্রাম বা কোর্স ও কারিকুলামের জন্য সরকারের আলাদা অনুমতি গ্রহণের আইনটির ঘোরতর বিরোধী অধ্যাপক শমশের আলী। তার প্রশ্ন, ইউজিসির কাছে কোর্সের অনুমতি নিতে হবে কেন। আবার তারা নিয়ম করেছে যে, বছরে একটি-দুটির বেশি কোর্সের অনুমতি দেবে না। তাহলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ হতে তো একশ' বছর লাগবে। ইউজিসিকে তিনি পোস্টবক্সের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, ওটা তো একটা পোস্টবক্সের মতো কাজ করে। ওদের নিজস্ব বিশেষজ্ঞ নেই। আমরা সিলেবাস জমা দেয়ার পর তারা বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠায়। একাজ তো আমিই করতে পারি কিংবা আমরাই (প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়) তো সরাসরি বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাতে পারি। ইউজিসির কাজ এটা কেন হবে। বরং ইউজিসির উচিত অন্য কাজ করা। তাদের কাজ আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান। তিনি বলেন, বরং ইউজিসি বলতে পারে— তোমরা প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় সিলেবাস ওয়েবসাইটে দিয়ে দাও। শিক্ষার্থীরা যাদের কোর্স-কারিকুলাম ভালো লাগবে, তাদের কাছে যাবে। ইউজিসি কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

বিদ্যমান বিতর্ক আর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, যারা এর বিরোধিতা করছেন, তারা অযথা ভয় থেকে করছেন। একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু যেমন উপাচার্য, প্রাইভেটেও তা থাকতে হবে। সে ক্ষেত্রে উপাচার্য ক্ষমতাবান হলে ট্রাস্টিদের ভীত হওয়ার কিছু নেই। কেননা, চূড়ান্ত অর্থে উপাচার্য তো ট্রাস্টি বোর্ডের কাছেই দায়বদ্ধ থাকবেন। আর উপাচার্যকে ক্ষমতাবান করার অর্থ হল সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলকে ক্ষমতাবান করা। এতে সার্বিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ই লাভবান হবে।

তার বিশ্ববিদ্যালয় খণ্ডকালীন এবং পূর্ণকালীন শিক্ষকের ব্যাপারে সরকার-নির্ধারিত অনুপাত মানে না— এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তাদের বেশকিছু খণ্ডকালীন শিক্ষক রয়েছেন। কিন্তু পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে তারা ধীরে ধীরে খণ্ডকালীন নির্ভরতা কমানোর চেষ্টা করছেন। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুললে প্রাইভেটের নয়, পাবলিকের নিয়েও তুলতে হবে। আর এজন্যই তারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র 'অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল' চাচ্ছেন। এতে প্রাইভেট-পাবলিক উভয়ের শিক্ষার মানের মূল্যায়ন ও গ্রেডিং করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইউজিসি ভারে ন্যুব্জ একটি অথর্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। একজন চেয়ারম্যান আর ৫ জন সদস্য দিয়ে এমন একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। এমন একটি প্রতিষ্ঠান দিয়ে উচ্চশিক্ষার পলিসি কাজ চলতে পারে না। ইউজিসির ওপর অবিচার করা হচ্ছে। একে ভেঙে দিয়ে 'হায়ার এডুকেশন কমিশন' করা উচিত। আর উচ্চশিক্ষার পলিসি দায়িত্ব দিয়ে একটি 'অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল' গঠন করা উচিত।